

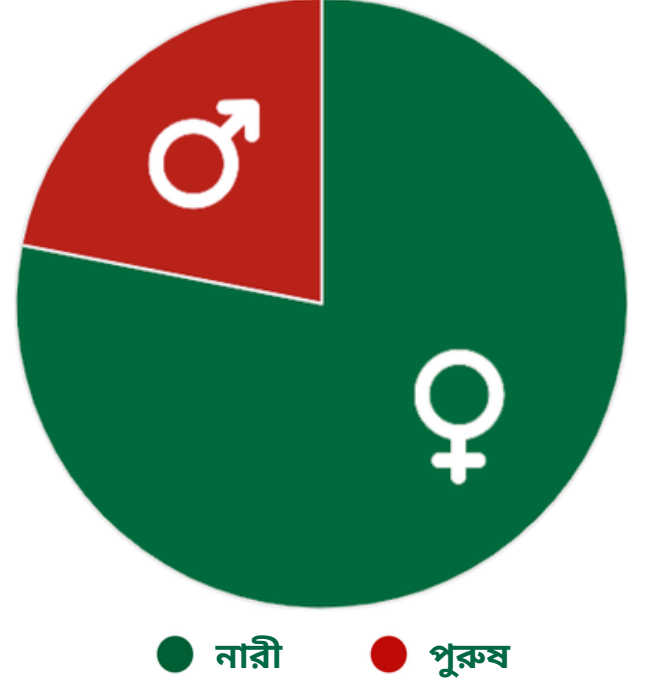


প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তায় কেয়ারার-কেন্দ্রিক উদ্যোগ: বাংলাদেশের একটি কেস স্টাডি

গবেষণা সম্পর্কে

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন এমন পরিবারের সদস্যরা, বিশেষত নারীরা, ঐ পরিবারে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেয়ারার হিসেবে প্রায়ই দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারে থাকা এইসব কেয়ারারগণ মানসিক, শারীরিক, এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন চাপ সহ্য করে দায়িত্ব পালন করলেও সে অনুযায়ী তারা অনেক সময়ই প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সহায়তা পান না। এই গবেষণার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)-এর যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচালিত কেয়ারারদের জন্য নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ উল্লিখিত চ্যালেঞ্জকে কীভাবে মোকাবিলা করছে। গবেষণাটিতে বিশেষভাবে যে বিষয়টির উপর খেয়াল রাখা হয়েছে তা হলো - এসব উদ্যোগ কীভাবে পরিবারে থাকা কেয়ারারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক (ফর্মাল) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (ন্যাচারাল) সহায়তা - এই দুই ধরনের সহায়তাকেই আরও বেশি শক্তিশালী করছে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বলতে বোঝানো হচ্ছে সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের দেয়া নির্দিষ্ট বা কাঠামোবদ্ধ সেবা। এসব সেবা প্রাপ্তির জন্য সেবাগ্রহীতাকে অনেক সময় অর্থ ব্যয়ও করতে হয়। অন্যদিকে, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা ন্যাচারাল সহায়তা বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা সমাজের মানুষদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা বা সহায়তা বিনা টাকায় পায় - তাকে বোঝাচ্ছে। আর এই পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য গবেষণাদলে থাকা সদস্যরা পরিবারে থাকা এইসব কেয়ারার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের সাথে কথা বলেছেন। প্রকল্প সংক্রান্ত কাগজপত্র-নথি পর্যালোচনা করেছেন। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা বুঝতে চেয়েছেন - এসব উদ্যোগ কীভাবে কেয়ারারদের ভালো থাকতে সহায়তা করছে এবং এতে কি তারা আরেকটু ক্ষমতায়িত হচ্ছে কি না? গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, কেয়ারারদের শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তাকারী হিসেবে না দেখে, তাদের নিজেদেরও যে কিছু প্রয়োজন ও অধিকার আছে—এমন ব্যক্তি হিসেবে দেখা ও স্বীকৃতি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কেয়ারারদের কেন্দ্র করে এ জাতীয় প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হলে প্রতিবন্ধী সহায়তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। আর এর ফলে পরিবারগুলোর জন্য আরও টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সহায়তা নিশ্চিত করার সুযোগও তৈরি হয়।

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের নারী-পুরুষের অনুপাত



গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল ঢাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন এমন পরিবারের কেয়ারারদের আরও ভালোভাবে সহায়তা করা। এজন্য কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও সিডিডি-এর মাধ্যমে দেয়া প্রতিবন্ধী-সম্পর্কিত বিভিন্ন সহায়তা পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবস্থা কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, সেটিও খুঁজে দেখা হয়েছে।

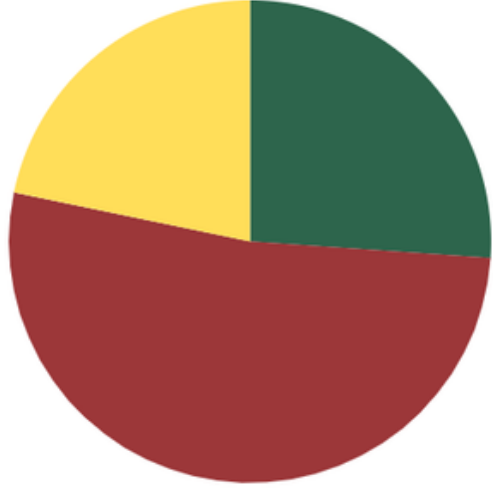
এই গবেষণাটির তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :

- ঢাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের কেয়ারাররা কী ধরনের প্রতিবন্ধী-সম্পর্কিত সহায়তা পান, তা দেখা।
- এসব উদ্যোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা। এসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাকে শক্তিশালী ও টেকসই করতে সাহায্য করে, তা বোঝা।
- পরিবারের কেয়ারারদের জন্য আরও ভালো সহায়তা দেওয়ার সুযোগ চিহ্নিত করা। একই সঙ্গে কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও সিডিডি কীভাবে সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে, তাও খুঁজে দেখা।

গবেষকেরা যেভাবে কাজটি করেছেন

গবেষকরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন এমন পরিবারে থাকা কেয়ারারদের জন্য প্রদত্ত প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সহায়তাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন। আর এ কাজটি কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও সিডিডি-এর মাধ্যমে পরিচালিত উদ্যোগগুলোর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। গবেষণাকাজের অংশ হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা করেছেন। একইসাথে গবেষক দল ৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ২৩ জন পরিবারে থাকা কেয়ারার এবং ৫ জন প্রতিষ্ঠানের স্টাফের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এসময় পরিবারে থাকা কেয়ারাররাও গবেষণা কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করতে গবেষকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। এরপর গবেষকরা সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করেছেন এবং গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ফলাফলগুলো চিহ্নিত করেছেন।

পরিবার ও কেয়ারারদের জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে কি না



পাশের গ্রাফটিতে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেখানো হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল, তাঁদের পরিবারের জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে কি না। উত্তরের মধ্যে ছিল “একেবারেই না”, “কখনো কখনো” এবং “অধিকাংশ সময়” ধরনের তিনটি মাত্র। এতে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া পরিবার ও কেয়ারারদের আর্থিক অবস্থার ভিন্নতা তুলে ধরা হয়েছে।

● একেবারেই না ● কখনো কখনো ● অধিকাংশ সময়

মূল ফলাফল

এই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের কেয়ারারদের প্রয়োজনের দিকেও নজর দিলে প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সহায়তা আরও কার্যকর ও টেকসই হয়। গবেষণায় যে তিনটি প্রধান বিষয় উঠে এসেছে তা হলো:

কেয়ারারদের নিজেদেরও যে কিছু প্রয়োজন রয়েছে—এটি স্বীকার করা :

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রয়োজনের পাশাপাশি কেয়ারারদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া হলে কেয়ারাররা উপকৃত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে, সিডিডি কেয়ারারদের “বেয়ারফুট কাউন্সেলর” প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেয়ারাররা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পেরেছেন। কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও সিডিডি কেয়ারারদের দায়িত্ব পালন করা পরিবারগুলোর জন্য জীবিকা-সংক্রান্ত দক্ষতা তৈরির প্রশিক্ষণও দিয়েছে। এর মধ্যে তারা যেন ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারেন সে-ধরনের সহায়তাও ছিল। গরু পালন, ছাগল পালন ও সেলাইয়ের মতো কাজের মাধ্যমে আয় করার সুযোগও তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন:

“তাঁদের আয়োজিত আলোচনা সভা ও পরামর্শ আমাদের আশা দিয়েছে। আমাদের আর্থিক অবস্থাও কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। সিডিডি-এর কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে আমরা গরু ও ছাগল কিনেছি। এগুলো পালন করে আমাদের পরিবারের আয় বেড়েছে। আমরা ভবিষ্যতের জন্যও কিছু করতে পেরেছি।”
(একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)

কেয়ারারদের সহায়তা টেকসই করতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রয়োজন :

অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সীমিত সম্পদ, শিশুদের শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় সেবা ও পরিকল্পনার ঘাটতি এবং সরকারি ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, কেয়ারারদের সাথে সরকারি সেবার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এছাড়া এমন কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন, যেখানে কেয়ারারদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাঁদের প্রবেশের সুযোগও আরও বাড়াতে হবে।

ক্ষমতায়ন ও অ্যাডভোকেসি কেয়ারগিভিং প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে :

প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি কেয়ারিং সেন্টার, স্ব-সহায়ক দল এবং অ্যাডভোকেসি বা অধিকার আদায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ কেয়ারারদের আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান ও নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। এসব প্রশিক্ষণে কেয়ারারদের অধিকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, অন্যদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করার কৌশল এবং প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মানজনকভাবে যোগাযোগ করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। স্ব-সহায়ক দল ও কমিউনিটি কেয়ারিং সেন্টার কেয়ারারদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছে। এর ফলে কেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে যে একাকিত্ব তৈরি হতে পারে, তা কমেছে। একজন পরিবারের সদস্য বলেছেন:

“আগে আমরা শুধু ভাবতাম—আমরা শুধু প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মা। কিন্তু এখন আমরা জানি, আমরা ‘কেয়ারার’। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এখন কোথাও গেলে আমরা জানি, আমাদের অধিকার আছে। আমরা জানি, আমাদের দায়িত্বও আছে। এখন আমরা সাহস করে নিজেদের কথা বলতে পারি... এই সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন— সিডিডি আমাদের এটাই দিয়েছে।” (পরিবারের একজন সদস্য)

কেয়ারারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের প্রতিবন্ধিতার ধরন



গ্রাফটিতে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া কেয়ারারদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিবন্ধিতার ধরন দেখানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা পরিবারে থাকা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী সদস্যদের কেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কেয়ারারদের অভিজ্ঞতাও ছিল বৈচিত্র্যময় ও বিভিন্ন ধরনের। এই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা গবেষণার ফলাফল বুঝতে সাহায্য করে। সাক্ষাৎকারে কেয়ারাররা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সহায়তার কথা জানিয়েছেন।

“সিডিডি-এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমার মা তাঁর ব্যবসার কাজে উপকৃত হয়েছেন। তিনি এই ব্যবসা থেকে যে টাকা আয় করেন, তা দিয়ে এখন নিজের খরচ চালাতে পারেন। আগে তিনি মনে করতেন যে নিজের চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করলে তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত টাকা অবশিষ্ট থাকবে না। তাই তিনি নিজের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু সিডিডি-এর মাধ্যমে তিনি বিনা খরচে চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়েছেন। করোনার সময় তিনি স্যানিটাইজারের পাশাপাশি খাবার সহায়তাও পেয়েছেন।”
(একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)

গবেষণাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, পরিবারের সদস্য যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যত্ন নেন, তাদের সহায়তা করাও প্রতিবন্ধী সহায়তার একটি অংশ হওয়া উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা থেকে এটিকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলো নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারে :

কমিউনিটিতে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া :

কমিউনিটিভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কেয়ারারদের জন্য সহায়তা পাওয়া সহজ হবে। একই সঙ্গে এটি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং কেয়ারাররা আগে থেকেই যে অপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ওপর নির্ভর করেন, তাদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সেবার বিদ্যমান যেসব নেটওয়ার্ক যেমন স্ব-সহায়ক দল ও কমিউনিটি কেয়ারিং সেন্টার রয়েছে, সেসবের মাধ্যমেই কমিউনিটিভিত্তিক সহায়তা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এর ফলে কেয়ারাররা নিজেদের এলাকার মধ্যেই অন্য কেয়ারারদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

কেয়ারারদের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া :

কেয়ারারদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক বিষয়, আর্থিক প্রয়োজন এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ। এসব সেবা একসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে, অথবা কেয়ারাররা যাতে সহজে বিভিন্ন সেবা খুঁজে পান এবং নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এভাবে তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজন আরও ভালোভাবে পূরণ করা সম্ভব। কেয়ারাররা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করেন—এভাবে না দেখে তাঁদের নিজেদেরও যে বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে, এমন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

সারা জীবন প্রয়োজন হতে পারে—এমন সহায়তার পরিকল্পনা করা :

এই গবেষণায় পরিবারগুলো কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেন, তখন বিভিন্ন ধরনের সহায়তার ঘাটতি দেখা যায়। কেয়ারাররা আর কেয়ারারের দায়িত্ব পালন করতে না পারলে কে তাঁদের পরিবারের সদস্যের দেখাশোনা করবেন, তা নিয়েও তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জীবনের পরিবর্তনের ঐ সময়ের জন্য আরও ভালো পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা আরও শক্তিশালী করা দরকার। এতে পরিবারগুলো ভবিষ্যতের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের জন্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আরও ধারাবাহিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে। একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন:

“বাবা-মা যখন আর বেঁচে থাকবেন না, তখন এই সন্তানদের কী হবে? অনেক বাবা-মা নিজেরাই একসময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন বা সন্তানের কেয়ারারের দায়িত্ব পালনের মতো অবস্থায় থাকেন না। তখন তাঁদের সন্তানের দেখাশোনা করবে কে? মায়ের দেখাশোনা করবে কে? এসব বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার। এসব পরিবারের জন্য কী করা যায়? সিডিডি যদি এ ধরনের পরিবারের জন্য কোনো সমাধান তৈরির কাজ করতে পারে, তাহলে তা খুবই উপকারী হবে বলে আমি মনে করি।” (পরিবারের একজন সদস্য)

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় শুধু বাংলাদেশে কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং সিডিডির কেয়ারার্স প্রকল্পটি দেখা হয়েছে। তাই অন্যান্য দেশ বা এলাকায় এ ধরনের প্রকল্প কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে এই গবেষণা থেকে ধারণা পাওয়া যায় না। পরবর্তী গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ, প্রত্যন্ত বা প্রান্তিক এলাকা এবং যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা কম পাওয়া যায়—এমন এলাকার পরিবারগুলোকে নিয়ে একই ধরনের গবেষণা করা যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সেবা পাওয়ার সুযোগ কম, তাদের নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় আরও কিছু বিষয় দেখা যেতে পারে। যেমন, কেয়ারার-কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলোর কথা কীভাবে পরিবার ও সমাজের কাছে তুলে ধরা যায়। এসব উদ্যোগ কীভাবে পরিবারের এবং সমাজের বিদ্যমান সহায়তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এ ছাড়া সময়ের সঙ্গে এসব সহায়তা কার্যক্রম কতটা কার্যকর থাকে, সেটিও দেখা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এসব উদ্যোগ কেয়ারার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও গবেষণা করা যেতে পারে।

গবেষণা দলের পরিচিতি

রেশমা পি. নুরি^১, অ্যালেমিন্যু এ. মেকোনেন^১, ফোলাসাডে ফ্যাকোলাডে^১, জিয়াওলিন যু^১, ম্যারি উইকেনডেন^৩,
টম কলিয়ের^২, হিদার এম. অ্যালডারসি^১

^১ডিপার্টমেন্ট অব রিহ্যাবিলিটেশন সায়েন্স, স্কুল অব রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কিংস্টোন, ক্যানাডা

^২ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমিউনিটি বেইজড রিহ্যাবিলিটেশন, কুইন্স ইউনিভার্সিটি,
কিংস্টোন, ক্যানাডা

^৩ইলটিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স, ফ্যালমার, ইউনাইটেড কিংডম

সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়ুন

XXX

বিস্তারিত জানতে

[ICACBR Website](#) (আইসিএসিবিআর ওয়েবসাইট)

[CDD Website](#) (সিডিডি ওয়েবসাইট)

[Carers Worldwide Website](#) (কেয়ারার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েবসাইট)

যোগাযোগ

icacbr@queensu.ca



Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Canada



Choose dignity.
Choose inclusion.
Choose community.



Bringing hope, dignity and meaning to life

